দেশে বসে ডেনমার্কে আইটি সার্ভিস দিচ্ছে আফতাব আইটি

সফল উদ্যোক্তা

আইএসপি হিসেবে পরিচিত হলেও আফতাব আইটি বর্তমানে বিদেশের কোম্পানীগুলোকে বিভিন্ন আইটি সার্ভিস প্রদান শুরু করেছে। ডেনমার্কের একটি কোম্পানীর সাথে যৌথ উদ্যোগে তারা প্রি-প্রেস গ্রাফিক্স ডিজাইন, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (ক্যাড) ও থ্রি-ডি এনিমেশনের কাজ শুরু করছে। ইতিমধ্যে ডেনিশ কোম্পানীটির সাথে তাদের সমঝোতা স্মারক (MOE) ও স্বাক্ষতিত হয়েছে। ড্যানিশ কোম্পানীটির মশলা ও ফুড আইটেমের মোড়ক, ম্যাগাজিন কভারসহ নানা ধরনের পণ্যের গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজগুলো তারা করছে। আইএসপি হিসেবে সার্বক্ষণিক অনলাইনে থাকাটাকে পুঁজি করে তারা এসব আইটি এনাবল্ড সার্ভিস দিতে পারছে।

ঢাকার পুরানা পল্টনে কম্পিউটারে ডেনমার্কের জন্য গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করছে একদল তরুণ –ছবি ঃ রাজীব হাসান

আফতাব আইটি কিছু সার্ভিসের কাজ করলেও মূল গ্রাফিক্স ডিজাইনের কমার্শিয়াল প্রোডাকশন শুরু করবে আগষ্ট মাস থেকে। পুরানা পল্টনে অবস্থিত আফতাব আইটির গ্রাফিক্স ডিজাইন ল্যাবে ১৬ জন গ্রাফিক্স ডিজাইনার, আর্কিটেক্ট ও আইটি প্রফেশনাল এই কাজে নিয়োজিত আছে।

ডেনমার্কের কোম্পানী থেকে অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথেই তারা কাজ শুরু করে দিচ্ছে। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রাখছে তারা ডেনিশ কোম্পানীটির সাথে। দুটি দেশে বসে কাজ করলেও উন্নত নেটওয়ার্কিংয়ের কল্যাণে দূরত্বের এই ব্যবধান তাদের কাজের গতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। আফতাব আইটির এই ল্যাবটি অনেকটা ঐ ডেনিশ কোম্পানীর অফিস হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইনাররা ডিজাইন করে অনলাইনে তা পাঠিয়ে দিচ্ছে ডেনমার্কে। তারা ডিজাইন ফাইনাল করে আবার তা ফেরত পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে। ডিজাইনে যা কিছু পরিবর্তনের প্রয়ো-জন–তার পরামর্শও তারা অনলাইনেই দিয়ে যাচ্ছে।

ডেনিশ পণ্য বলে ডিজাইনে ডেনিশ ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্য অবশ্য তারা আগেই এই ১৬ জনকে ট্রেনিং দিয়েছে। অবশ্য এখনও ডেনিশ ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কর্মীকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। ডেনমার্ক থেকে একজন ডেনিশ শিক্ষক এই ভাষার ট্রেনিং দিচ্ছেন।

আফতাব আইটি আগামী ২০০৫ সাল নাগাদ ১ মিলিয়ন ডলার বা ৬ কোটি টাকার আইটি এনাবল্ড সার্ভিস-এর কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা দাঁড় করিয়েছে। আফতাব আইটির অপারেটিভ ডাইরেক্টর আখতারুজ্জামান মঞ্জু এই দশককে আইটি এনাবল্ড সার্ভিসের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। আফতাব আইটির পক্ষে তিনি ডেনমার্ক গিয়ে বিভিন্ন ডেনিশ কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে আরো বেশী করে কাজ আনার চেষ্টা করবেন বলে জানান। এছাড়া তিনি নিউইয়র্কের একটি কোম্পানীর কাজ করার ব্যাপারেও প্রাথমিক কথাবার্তা সম্পন্ন করেছে এবং সেখানে একটি অফিসও নিয়েছে। তিনি জানান, 'সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে যেখানে ৫-৬ বছরের উদ্যোগ প্রয়োজন, সেখানে ৬ মাস থেকে ১ বছরের ট্রেনিং দিয়েই আইটি এনাবেল সার্ভিসের কাজ সম্ভব।' তিনি এক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র হিসেবে প্রি-প্রেস গ্রাফিক্স ডিজাইন, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (ক্যাড), ব্যাক অফিস অপারেশন, ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম প্রসেসিং, লিগ্যাল ডাটাবেস, এনিমেশন, পে-রোল সিস্টেম প্রসেস, কল সেন্টার ও মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনকে চিহ্নিত করে বলেন, 'প্রি-প্রেসের কাজটি আমরা ব্যাপকহারে করতে পারি।

ঢাকা শহরের প্রায় ৬৫০টি প্রেস এ কাজ করছে। এখানে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল রয়েছে। সরকার যদি উন্নত দেশে মার্কেটিংয়ের দায়িত্ব নেয় তাহলে সেসব দেশের প্রি-প্রেস গ্রাফিক্সের কাজ আমরা করতে পারি।' তাছাড়া ক্যাডের সম্ভাবনার কথাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, দেশের প্রচুর আর্কিটেক্ট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর রয়েছে। ওদেরকে এই ট্রেনিং দিয়ে নিলে এ সেক্টরটাও খুব ভাল করবে। শুধু মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন ও কল সেন্টারেই ইংরেজীতে দক্ষতার প্রয়োজন হয়–অন্যান্যগুলোতে কিন্তু এটা অতটা জরুরী না। অতএব, ট্রেনিং যা প্রয়োজন সেটা অনায়াসেই দেয়া সম্ভব।

'আমাদের জন্য বিদেশে প্রচুর কাজ আছে। সরকার যথাযথ পরিবেশ তৈরী করে দিলে, সরকারই সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে। এজন্য সরকার যদি বিদেশী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আর ওয়ার্কশপ করে দেশে কাজ আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ৯৫%। এতটা কিন্তু অন্য কোন সেক্টরে পাওয়া যাবে না। আর এ কাজে সাফল্যের জন্য ৬ মাস থেকে ১ বছরের বেশী অপেক্ষা করার দরকার নেই।'

সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'সরকার উদ্যোগী হলে এবং বিদেশে বাংলাদেশকে তুলে ধরলে ২০০৮ সালের মধ্যেই আইটি এনাবল্ড সার্ভিসের খাত থেকে ১ বিলিয়ন ডলার বা ৬ হাজার কোটি আয় করতে পারবে।

তিনি আইটি সেক্টরে যারা বিনিয়োগকারী রয়েছে তাদের সাথে অর্থমন্ত্রী, রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্যমন্ত্রীর ঘন ঘন বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, 'এই সেক্টরে সরকার কোন ইনসেনটিভ দেয়নি। পাট, চা, চামড়া এসব সেক্টরে সরকার যেমন ১৫ শতাংশ ইনসেনটিভ দিয়েছে– আইটিতেও তা দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এটা নলেজ বেজ ব্যবসা–এখানে তো আরো বেশী ইনসেনটিভ দেয়া উচিত। আইটি সার্ভিস ব্যবসাকে আগে তো দাঁড়া হবার সুযোগ দিতে হবে–তখন না এটা ফলদায়ক হবে। আগেই এত কর দিতে হলে তো মুশকিল। আর কমিউনিকেশন কষ্ট কমলেই না কাজ আসবে। এত টাকা কমিউনিকেশনের পেছনে দিলে তো কেউ লাভ করতে পারবে না। লাভ না করলে ব্যবসা করবে কিভাবে!'

❑ মোঃ মারুফ হোসেন

কম্পিউটার বিষয়ক সমস্যা ও সমাধান

হেলপ্ লাইন

উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করা

✍ সমস্যা : বর্তমানে আমার কম্পিউটারে দুইটি অপারেটিং সিস্টেম আছে। উইন্ডোজ ৯৮ এবং উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার। এখন আমি উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভারের পরিবর্তে উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করতে চাই। উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার ওপেন করে এক্সপি আপগ্রেড করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কম্পিউটার তা করতে পারবে না বলে ম্যাসেজ দিচ্ছে। এখন কি করবো?

নাজমুন নাহার (রুমী),
মালিবাগ, ঢাকা।

সমাধান : প্রথমে উইন্ডোজ ৯৮ থেকে অথবা স্টার্ট আপ ডিস্কের সাহায্যে ডস-এ প্রবেশ করে উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার-এর ইন্সটলেশন মুছে দিন। ৯৮ এবং ২০০০ যদি আলাদা আলাদা ড্রাইভে ইন্সটল করা থাকে তাহলে ২০০০-এর ড্রাইভটি ফরম্যাটও করে ফেলতে পারেন। এরপর উইন্ডোজ ৯৮ থেকে এক্সপির সেটআপ চালিয়ে প্রথমে হার্ডওয়্যার কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট চালিয়ে আপনার পিসির সব হার্ডওয়্যার ড্রাইভার এক্সপি কম্প্যাটিবল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। এরপর উইন্ডোজ ইন্সটল অপশনে গিয়ে ইন্সটলেশন টাইপে নিউ ইন্সটলেশন সিলেক্ট করে যে ড্রাইভে ৯৮ আছে তা ভিন্ন অন্য কোন ড্রাইভে এক্সপি ইন্সটল করুন।

গেমস খেলতে বাধা!

✍ সমস্যা : আমার কম্পিউটারে কিছুদিন ধরে গেম খেলার সময় কিছুক্ষণ পর পর আটকে যাচ্ছে। কয়েকটি গেমস্ খেলার সময় কারেক্ট সিডিরম চাচ্ছে। এক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজার থেকে সিডিরম রিমুভ করে রিফ্রেশ করলেই কি কাজ হবে?

আসিফ,
খিলগাঁও, ঢাকা।

সমাধান : র‌্যাম কিংবা এজিপি কার্ডের কারণে গেম বার বার আটকে যেতে পারে। বর্তমানের নতুন নতুন গেমগুলো খেলার জন্য ন্যূনতম ১২৮ মেগাবাইট র‌্যাম থাকা উচিত। আর এজিপি কার্ডও ৩২ মেগাবাইট মেমরী থাকলে ভালো হয়। যদি সম্ভব হয়, তাহলে র‌্যাম, এজিপি আপগ্রেড করে নিন। আর গেম খেলার সময় এন্টিভাইরাসসহ মেমরী থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলো বন্ধ করে দিন (Alt-Ctrl-Del চেপে মেমোরীতে লোড হওয়া প্রোগ্রামগুলো দেখতে পাবেন)। এতে পারফরমেন্স কিছুটা ভালো হতে পারে।

আর কারেক্ট সিডি রম সংক্রান্ত সমস্যাটির জন্য ডিভাইস ম্যানেজার থেকে সিডি রম রিমুভ করে কোন লাভ নেই। গেমের সিডির ভিতর ক্র্যাক নামক ফোল্ডার থেকে ক্র্যাক করা EXE ফাইলগুলো কপি করে গেমের ইন্সটলড EXEগুলোকে রিপ্লেস করুন এবং ঐ ক্র্যাক EXE-এর মাধ্যমে গেম রান করুন। তাহলে আর এরর দেবে না।

ওয়েব সাইটের এড্রেস ডিলিট করা

✍ সমস্যা : আমি ইন্টারনেটের যে সমস্ত ওয়েব সাইটে যাই, লাইন ডিসকানেক্ট করার পর ঐ এড্রেসগুলো কিভাবে মুছে ফেলবো, যাতে কেউ এক্সপ্লোরারে গিয়ে ঐ এড্রেসগুলো দেখতে না পারে?

❑ শফিউল আলম জনি,
মিরপুর, ঢাকা।

সমাধান : ইন্টারনেট ভ্রমণ শেষে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের Tools> Internet Options>General থেকে History ফিল্ডে Clear History বাটনটি ক্লিক করে Ok করুন। আপনার কাজ হয়ে যাবে।

❑ গ্রন্থনা : ফয়সাল তানভীর